কলিকাতা হাইকোর্ট

মাননীয় বিচারক :**সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরি, বিচারপতি।**

গৌরাভ বীর ব্যাসনেট আলিয়াস গৌরাভ ব্যাসনেট
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

২০২০ সালের সি. আর. এ ২৬, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ২৫.০৪.২০২৩ তারিখে

দণ্ডবিধি (1860 সালের 45), ধারা ৪১৫ প্রতারণা-প্রমাণ-অভিযোগ যে অভিযুক্ত ভুক্তভোগীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতির অজুহাতে তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে প্ররোচিত করেছিল-অভিযুক্ত তার ব্যক্তিগত জীবন, ব্যর্থ বিবাহ এবং তার বিবাহ সম্পর্কিত কোনও তথ্য চাপে যায়নি - ভুক্তভোগী নিজেই অভিযুক্তের সাথে একসাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল-নথিতে এমন কিছু নেই যা দেখায় যে ভুক্তভোগী কোনও ভুল ধারণার অধীনে অভিযুক্তের সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল-প্রসিকিউশন সাক্ষীরা প্রসিকিউশন কেসকে সমর্থন করেনি-নথিতে থাকা উপাদানগুলি প্রকাশ করে না যে সত্য গোপন করার ফলে প্রতারণা হয়েছিল-প্রসিকিউশন প্রমাণ করতে অক্ষম যে শুরু থেকেই অভিযুক্তের আর্থিক ও যৌন উভয় ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীকে শোষণ করার খারাপ পরিকল্পনা ছিল-দোষী সাব্যস্ত বাতিল করা হয়।

(অনুচ্ছেদ ১১,১৩,১৪

আইনজীবীদের নাম

আবেদনকারীর পক্ষে বিবাসওয়ান ভট্টাচার্য, শ্রীমতি বিন্দা পল; রাহুল গাঙ্গুলি, এ সান্ত্রা, জয়দীপ দাস, শ্রীমতি। সুজাতা দাস প্রতিবাদীর পক্ষে।

1. **রায়-এই** ফৌজদারি আপিলটি অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, ফাস্ট ট্র্যাক, ৭ ম কোর্ট, আলিপুর, দক্ষিণ 24 পরগনার দায়রা মামলা নং-এ প্রদত্ত রায় এবং দোষী সাব্যস্ত করার আদেশকে নিন্দা করে এস টি ০৪ (৩) ১৭ এস সি ২৯ (৪) ১৬ ভারতীয় দণ্ডবিধি- র ৪১৭/৩৭৬ ধারার অধীনে। এই রায় অনুসারে বিচারিক আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধি- র ধারা ৪১৭ -র অর্থের মধ্যে অপরাধ করার জন্য গৌরব বীর বাসনেটের বিরুদ্ধে দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ নথিভুক্ত করেছে।। এবং তাকে দশ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয় যার মধ্যে প্রতারিত কে আট লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হবে এবং দু লক্ষ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করতে হবে অন্যথায় এক বছরের কঠোর কারাদন্ড হবে। আপিলের যোগ্যতায় প্রবেশ করার আগে, আমি উল্লেখ করতে চাই যে

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৫ ধারার অধীনে একটি কার্যধারায়, বিচারিক আদালত ভুক্তভোগী মহিলার পরিচয় প্রকাশ করা উচিত ছিল না, যা সে করেছে।তবে, এই রায়ে অভিযুক্তর পরিচয় প্রকাশ করা হবে না এবং তাকে " অভিযুক্ত মিস এক্স" হিসাবে উল্লেখ করা হবে।

2. সংক্ষেপে বলা যায়, ২০১৫ সালের ১৩ ই মার্চ, প্রতারিত মহিলা প্রগতি ময়দান পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে লিখিতভাবে জানান যে, ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারির কোনও এক সময় তিনি কোলকাতার আইটিসি সোনারে চাকরির জন্য একটি ইনটারভ্যু তে যোগ দিতে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি ফ্রন্ট অফিসের ম্যানেজার শ্রী গৌরব বীর বাসনেটের সঙ্গে দেখা করেন।সাক্ষাৎকারের সময় মিঃ বাসনেট তথ্যদাতার পেশাগত জীবনের চেয়ে ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন।তাঁর আচরণ ছিল অনানুষ্ঠানিক, তিনি বেশ কয়েকটি প্রশংসা করে তথ্যদাতার সাথে ফ্লার্ট করতে থাকেন।অবশেষে তিনি তথ্যদাতার টেলিফোন নম্বর চাইলেন এবং তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন। কয়েক দিনের মধ্যে মিঃ বাসনেট তথ্যদাতার কাছে বার্তা পাঠাতে শুরু করেন, তাকে খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান।প্রাথমিকভাবে তথ্যদাতা এই ধরনের অনুরোধ এড়িয়ে যান কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পার্ক হোটেলের অ্যাকোয়ায় তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।এই ধরনের বৈঠকের সময় মিঃ বাসনেট নিজেকে অখুশী ব্যক্তি হিসাবে চিত্রিত করেছিলেন যিনি পারস্পরিক সম্মতিতে তাঁর স্ত্রীর থেকে আলাদা বসবাস করছেন এবং কার্যত ভাঙা বিবাহের মানসিক আঘাত সহ্য করছেন এবং এইভাবে তথ্যদাতার হৃদয় জিতেছেন।এমনকি তিনি তথ্যদাতাকে ৫৪ এ/ বিসি রোড বিল্ডিং কমপ্লেক্স অ্যান্ড অ্যাক্টিভ একর, ভেরোনিকা বিল্ডিং, টাওয়ার ৬ বি, ফ্ল্যাট নং- ১২ এফ , কলকাতা-700015 এ তাঁর ফ্ল্যাটে আমন্ত্রণ জানান। ২০১৪ সালের ১লা মার্চ আইটিসি সোনারে তথ্যদাতার চাকরি নিশ্চিত করা হয় এবং অভিযুক্ত তাকে কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত পূর্বোক্ত ঠিকানায় তার ফ্ল্যাটে থাকতে বলে।তথ্যদাতা যদিও দ্বিধায় ছিলেন, শেষ পর্যন্ত মিঃ বাসনেটের সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে শুরু করেন এবং বাড়ির সবাই ভেবেছিলেন যে তাঁরা বিবাহিত দম্পতি।তাঁরা একসঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন।তথ্যদাতার বাবা-মা এই ধরনের ঘটনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা চেয়েছিলেন যে তাঁদের মেয়ের বিয়ে

হোক। তথ্যদাতা যখন মিঃ বাসনেটের কাছে তার বাবা-মায়ের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেন তখন তিনি কোনও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেননি।কিন্তু, মিঃ বাসনেট তার বাবা-মায়ের সাথে কথা বলেন এবং তাদের আশ্বাস দেন যে তার স্ত্রীর সাথে তার বিবাহবিচ্ছেদ এর প্রক্রিয়া চলছে।তবে, ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে পরিস্থিতি এক চরম মোড় নেয়।অভিযুক্ত ব্যক্তি তথ্যদাতাকে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার জন্য উত্যক্ত করতে শুরু করেন এবং বিবাহবিচ্ছেদের মামলা দায়ের করতে বিলম্বের বিষয়ে বিভিন্ন অজুহাত দেখাতে শুরু করেন।তথ্যদাতা তার চাকরি ছেড়ে দিতে রাজি হন। ইতিমধ্যে, মিঃ বাসনেট তাকে জানিয়েছিলেন যে তার স্ত্রী একটি সমস্যা সৃষ্টি করতে কোলকাতায় আসতে পারে এবং এর জন্য তারা কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে তারা তার বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।লেক গার্ডেনে তথ্যদাতার বন্ধুর বাড়িতে তাঁরা প্রায় পনেরো দিন থাকেন। ২০১৫ সালের ১৪ ই ফেব্রুয়ারি মিঃ বাসনেট কিছু বার্তা দেখান এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীর আত্মীয়দের কথায় বোম্বে চলে যান।তথ্যদাতা আরও প্রকাশ করেছেন যে তিনি মিঃ বাসনেটের সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত ছিলেন যিনি তাকে সুখী বিবাহিত বৈবাহিক জীবনের একটি গোলাপী ছবি দিয়েছিলেন।ফিরে আসার পর মিঃ বাসনেট বলেছিলেন যে তাকে তার মন পরিবর্তন করতে হবে কারণ বিবাহবিচ্ছেদ তার মেয়ের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে যে তার অগ্রাধিকার ছিল, পাশাপাশি এটি সমাজে তার পরিবারের মর্যাদাকে প্রভাবিত করবে।তথ্যদাতা অভিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা প্রতারিত বোধ করেছিলেন।

3. তথ্যটি তখন থেকে প্রগতি ময়দান থানা মামলা এর প্রকৃতিতে আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করেছে। 2015 সালের 93 - যেটি নিবন্ধিত হয়েছিল।পুলিশ তদন্ত শুরু করে , এবং শেষ পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন-এর ধারা -৪১৭/৩৭৬ এর অধীনে অভিযোগপত্র জমা দেয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগের কাছে নিজের নির্দোষতা ব্যাক্ত করে বিচারের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন।অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য রাষ্ট্রপক্ষ 4 জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করে এবং নথিভুক্ত সাক্ষ্য বিবেচনা করে বিচারিক আদালত এই রায় দিতে রাজি হয়।

4. আপিলকারীর আইনজীবী শ্রী বিবাসওয়ান ভট্টাচার্য এই রায়কে বিরোধিতা করে বলেন যে, মিঃ বাসনেট তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, তাঁর ব্যর্থ বিবাহ, তাঁর মেয়ে সম্পর্কে কোনও তথ্য গোপন করেননি।এরপর অভিযোগকারী আবেদনকারীর সঙ্গে একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নেন।কোনও খারাপ উদ্দেশ্য থাকলে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি মিনিটের বিবরণ অভিযোগকারীর কাছে প্রকাশ করতেন না।এমন কোনও প্রমাণ নেই যে তাদের সম্পর্কের সূচনার পর থেকে মিঃ বাসনেটের কাছে ভুক্তভোগীকে প্রতারিত করার কোন উদ্দেশ্য কারণ ছিল। তিনি এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে আন্তরিক ছিলেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁর মেয়ের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে তাঁকে তাঁর মন পরিবর্তন করতে হয়েছিল।তার সাক্ষ্যে হিসাবে সাক্ষি নং১ প্রতারিত মিস এক্স বলেন যে, আবেদনকারী বোম্বে থেকে ফিরে আসার পর তিনি একজন পরিবর্তিত ব্যক্তিকে খুঁজে পান।শ্রী ভট্টাচার্যের মতে, বিচারিক আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন -এর ৪১৭ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ রেকর্ড করতে একটি ত্রুটি করেছে।

5. লিখিত তথ্যের পাশাপাশি প্রতারিত মহিলার,সাক্ষি নং১ এর, মৌখিক সাক্ষ্যের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রী ভট্টাচার্য বলেন যে প্রতারিত মহিলা একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা হওয়ায় সচেতনভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে তার বাবা-মায়ের অবগতিতে একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি জানতেন যে লোকটি বিবাহিত এবং একটি সন্তানের পিতা। অতএব, তথ্যের কোনও ভুল ধারণার অধীনে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে মনে করার কোনও কারণ নেই। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন-এর ৪১৫ ধারার অর্থের মধ্যে অপরাধের কোনও উপাদান নেই।

6. শ্রী ভট্টাচার্য আরও বলেন যে, প্রচুর অসঙ্গতি রয়েছে।প্রতারিত হিসেবে সাক্ষি নং ১ এবং তার বাবা সাক্ষি নং ২ সাক্ষ্য যোগ করার সময় অলঙ্করণ করেছে। এই অতিরঞ্জন সম্মানীয় বিচারিক আদালতের নজরে আসেনি এবং তা উপেক্ষা করে দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

7. প্রতারিত মহিলার আইনজীবী শ্রী রাহুল গাঙ্গুলি বলেন যে, প্রতারিত অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে রাজি হত না, যদি এমন কোনও আশ্বাস না থাকত যে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার এবং তার বিচ্ছিন্ন স্ত্রীর মধ্যে থাকা

বৈবাহিক বন্ধন ভেঙে দেওয়ার পদক্ষেপ নিত।পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে প্রতারিত এই সিদ্ধান্ত নেন।কিন্তু ১১ মাস পর সে তার প্রতিশ্রুতি থেকে সরে যায় এবং প্রতারিত কে জানায় যে তার মেয়ের স্বার্থে বিয়ে থেকে বেরিয়ে আসতে সে অক্ষম যা ভুক্তভোগী মহিলার জন্য বিপর্যয় হয়ে দাঁড়ায়।অভিযুক্ত ব্যক্তি তার আচরণের মাধ্যমে প্রতারিত মহিলাকে প্রতারণা করেছে এবং বিচারিক আদালত দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ রেকর্ড করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ছিল।

8. রাজ্যের প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রীমতী সুজাতা দাসও এই রায়কে সমর্থন করেন।মিসেস দাসের মতে, প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনের ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রতারণা করা হয়েছিল।অবিবাহিত মহিলা হওয়ায় প্রতারিত মহিলাকে অভিযুক্ত ব্যক্তির কামনার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং তাকে যৌন শোষণ করা হয়েছিল।অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতারিত মহিলাকে বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্ররোচিত করেছিলেন এবং শুরু থেকেই তাকে বিয়ে না করার জন্য তার মনে অশুভ পরিকল্পনা ছিল।

9. আমি রেকর্ডে থাকা প্রমাণগুলি যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ করেছি।প্রতারিত মহিলা ছাড়াও যিনি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন -

সাক্ষী নং ১, তার বাবা প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষী নং ২ হিসাবে প্রমাণ পেশ করেছেন। , গৌতম মণ্ডল যেহেতু সাক্ষী নং ৩ হিসাবে প্রসিকিউশন মামলা সমর্থন করেনি। এবং সাক্ষী নং ৪ , তরুণ কুমার বৈরাগী হলেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

10. ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন-এর ধারা ৪১৫ তে বলা আছে - "ধারা

৪১৫।প্রতারণা।

যে কেউ, কোনও ব্যক্তিকে প্রতারিত করে, প্রতারণামূলকভাবে বা অসৎভাবে প্রতারিত ব্যক্তিকে কোনও ব্যক্তির কাছে কোনও সম্পত্তি হস্তান্তর করতে প্ররোচিত করে, বা সম্মতি দেয় যে কোনও ব্যক্তি কোনও সম্পত্তি নিজের নামে রাখবে, বা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতারিত ব্যক্তিকে এমন কিছু করতে প্ররোচিত করে যা সে করবে না বা বাদ দেবে যদি সে প্রতারিত না হয়, এবং যে কাজ বা বাদ দেওয়া সেই ব্যক্তির দেহ, মন, খ্যাতি বা সম্পত্তির ক্ষতি বা নষ্ট করে বা হতে

পারে, তাকে "প্রতারণা" বলা হয়।

ব্যাখ্যা।- অসৎভাবে তথ্য গোপন করা এই ধারার অর্থের মধ্যে একটি প্রতারণা।

11. প্রতারণার অন্যতম মুল উপাদান হল প্রতারণা যা অবশ্যই আগে হতে হবে এবং এর ফলে অন্য ব্যক্তিকে প্ররোচিত করতে হবে এবং এর ফলে একজন ব্যক্তিকে যা মিথ্যা তা বিশ্বাস করতে বা যা সত্য তা অবিশ্বাস করতে বাধ্য করে ভুলের দিকে নিয়ে যেতে হবে।ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৫ ধারার দুটি অংশ রয়েছে, প্রথম অংশে প্রলোভন অবশ্যই হতে হবে অসৎ বা প্রতারণামূলক এবং দ্বিতীয় অংশে এটি ইচ্ছাকৃত হওয়া উচিত।উভয় ক্ষেত্রেই, প্রতারণাটি সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য। এই মামলায় প্রসিকিউশন প্রমাণ করবে যে অভিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা বিবাহের প্রতিশ্রুতি, প্রতারিত মিস এক্সকে তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্ররোচিত করার জন্য মিথ্যা ছিল, একদম প্রথম থেকে যখন সে এই ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

12. মামলার উপস্থিত তথ্য থেকে এটি স্বীকার করা হয় যে প্রতারিত মিস এক্স আপিলকারীর সাথে তার সম্পর্ক শুরু হওয়ার পর থেকে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সম্পর্কে অবগত ছিলেনঃ(i) অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন বিবাহিত ব্যক্তি ছিলেন।(2) পারস্পরিক সম্মতিতে তিনি তাঁর স্ত্রীর থেকে আলাদা থাকতেন।

(3) তাঁর একটি কন্যা ছিল।

এরপরে, তিনি আপিলকারীর সাথে একসাথে থাকতে রাজি হন এবং তার জন্য তিনি আপিলকারীর ফ্ল্যাটে স্থানান্তরিত হন, কারণ আপিলকারী তার প্রথম বিবাহ ভেঙে যাওয়ার পরে তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।তারা ১১ মাস ধরে দম্পতি হিসাবে একসাথে ছিলেন।এই ধরনের অবস্থানের সময়, প্রতারিত মহিলার বাবা অভিযুক্তকে একজন আইনজীবীর কাছে নিয়ে যান, যিনি আপিলকারীর জন্য একটি আইনি নোটিশ প্রস্তুত করেন, যা আমরা সাক্ষি নং -২ এর সাক্ষ্য থেকে পাই।

সাক্ষি নং ১- র সাক্ষ্যে শপথ করে বলা হয়েছে যে, গৌরব বীর বাসনেট বোম্বে থেকে ফিরে আসার পর, তিনি একজন পরিবর্তিত ব্যক্তিকে খুঁজে পান, যিনি বিবাহবিচ্ছেদে যেতে অক্ষম বলে প্রকাশ করেছিলেন, কারণ এটি তাঁর মেয়ের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে এবং তাঁর পারিবারিক সুনামের ক্ষতি করবে।সুতরাং এটি নিরাপদে বলা যেতে পারে যে অভিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা প্রদত্ত বিবাহের প্রতিশ্রুতি কোনও সরল প্রতিশ্রুতি ছিল না-এটি তার বিবাহ বিচ্ছেদের

উপর নির্ভরশীল ছিল, যা বিদ্যমান ছিল। প্রতারিত মহিলা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং অভিযুক্তের সাথে একসাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।অভিযুক্ত ব্যক্তির বিয়ে ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না, হয় তার স্ত্রীকে রাজি হতে হবে অথবা তাকে বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রি নেওয়ার জন্য মামলা করতে হবে।অতএব, এই ধরনের সম্পর্কে সূচনা থেকেই অনিশ্চয়তার উপাদান ছিল। প্রতারিত মহিলা সচেতনভাবে অনিশ্চয়তার এই ধরনের ঝুঁকি গ্রহণ করেছিলেন।'পরিবর্তিত মানুষ' বিবাহবিচ্ছেদের পক্ষে যেতে পারেননি।অতএব, বিবাহবিচ্ছেদের পরে বিবাহের প্রতিশ্রুতি নিজেই প্রতারণার সমতুল্য নয়।

13. ভারতীয় দণ্ডবিধির- ৪১৫ ধারার বিধান আহ্বান করার জন্য, প্রসিকিউশন প্রমাণ করতে বাধ্য যে অভিযুক্ত ব্যক্তি ভুক্তভোগীকে তার সাথে এই জাতীয় কোনও যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করেছিল। সাক্ষি নং ১ যখন বলে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার অসুখী বিবাহিত জীবন এবং তার অবস্থান প্রকাশ করেছে তাঁর মেয়ের বাবা হিসাবে, তখন কোনও সুদূর কল্পনায় বলা যায় না যে কিছু লুকিয়ে রাখা হয়েছিল যার ফলে এই প্রতারণা।

14. আমার মতে, প্রসিকিউশন প্রমাণ করতে পারেনি যে শুরু থেকেই অভিযুক্ত ব্যক্তির আর্থিক ও যৌন উভয় ক্ষেত্রেই প্রতারিত মহিলাকে শোষণ করার এই দুষ্ট পরিকল্পনা ছিল।

15. আমার বিনীত মতে, বিজ্ঞ বিচার আদালত বহিরাগত বিষয়গুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং দোষী সাব্যস্ত করার আদেশটি রেকর্ড করার ক্ষেত্রে ত্রুটি করেছিল যা কার্যকর থাকতে দেওয়া উচিত নয় এবং বাতিল করা উচিত, যা আমি সেই অনুযায়ী করলাম।

16. ফলস্বরূপ, বিনা মূল্যে প্রতিযোগিতায় আপিলটি গ্রাহ্য হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ভারতীয় দণ্ডবিধির-এর ৪১৭ ধারার অধীনে অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি। তাকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং ফৌজদারি কার্যবিধি এর ধারা ৪৩৭ এ-এর অধীনে বন্ড কার্যকর করা সাপেক্ষে জামিন বন্ড থেকে মুক্তি দেওয়া হবে ছয় মাসের জন্য।

17. নিম্ন আদালাত এর রেকর্ড সহ রায়ের একটি অনুলিপি অবগতি এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে পাঠানো হোক।

18. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, এর জন্য যদি দরখাস্ত করা হয়, প্রয়োজনীয় নিয়ম মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে হস্তান্তরিত করা উচিত।

আপিল অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.